স্বপ্নের চেয়েও বড়

স্বপ্নের চেয়েও বড়

মাহমুদ তাশফীন

চেতনা
প্রকাশন

স্বপ্নের চেয়েও বড়

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক :
বোরহান আশরাফী

পরিবেশনায় :
মাকতাবাতুল আমজাদ
ইসলামি টাওয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলা বাজার, ঢাকা।
০১৩০৪৩২৬৩৯৮

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, নিয়ামাহ বুকশপ, ওয়াফিলাইফ.কম
বইকেন্দ্র, মোল্লার বই.কম

বইমেলা পরিবেশক : বাংলার প্রকাশন।

প্রচ্ছদ : সুলাইমান সাদী

দাম : ১৪৬ টাকা

চেতনা প্রকাশন
০১৮২০১৩৮০১৬
facebook.com/Chetona Prokashon

প্রকাশক ও লেখকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই-ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রকাশ করা আইনত দন্ডনীয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সূচি

মুখবন্ধ / ৮

মানুষ জন্ম থেকেই বিজয়ী / ৯

স্বপ্ন সাধনার সন্ধি / ১২

ভেতরের মানুষ / ২২

উল্টো পথের গাড়ি ও আমরা / ২৫

পরিবর্তনকে ভয় নয়, পরিবর্তনকে করুন জয় / ৩১

জীবনের সংস্কার / ৩৫

হাইজ্যাকার / ৪০

নিঃস্বার্থ মনোভাব / ৬০

স্বপ্নের চেয়েও বড় / ৬৬

উৎসর্গ

আপোষহীন সাংবাদিক

মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলি ভাইকে

আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত দান করুন।

মুখবন্ধ

২০১৭ সালের কথা। 'ক্যারিয়ার বাংলাদেশ' আয়োজিত একটি প্রোগ্রামে আমি ও বন্ধু নুর মুহাম্মদ হাজির হয়েছিলাম। ক্যারিয়ার বিষয়ক বিশেষ ক্লাস দিয়েছিলেন জনাব ইউসুফ ইফতি স্যার। প্রজেক্টরের ব্যবস্থা ছিল। লেকচারের ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যায়িত হচ্ছিল জগৎজোড়া খ্যাতির শীর্ষে থাকা কীর্তিমান ব্যক্তিদের ছবি। হলভর্তি দর্শকদের অধিকাংশই ছিলাম মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্র। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনন্যোপায় হয়ে আমাদের গিলতে হচ্ছিল- বিল গেটস, আলিবাবা, জ্যাকমা, কেএফসি প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল স্যান্ডারসের সফলতার কাহানি। ক্যারিয়ার বিষয়ক এ ক্লাসটি থেকে অন্য সবাই ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার মন্ত্র শিখে গেলেও, আমি একটি প্রতিজ্ঞা বুকে ধরে মাদ্রাসায় ফিরেছিলাম। ইসলামী অঙ্গনের মনীষীদের জীবনঘনিষ্ঠ গল্প-ঘটনা, তাদের সফলতার আখ্যান, ব্যর্থতার উপাখ্যান, হার না মানা প্রত্যয়োদ্দীপ্ত জীবনগল্পের আলোকে কিছু লিখব। এবং সে প্রতিজ্ঞার বাস্তব রূপ হচ্ছে 'স্বপ্নের চেয়েও বড়' বইটি। প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কিছুটা দায়বদ্ধতাও ছিল। আমি আশাবাদী বইটি পাঠক সমাজের বহুদিনের চাহিদা পূরণ করবে। দীপ্তিময় হবে হতাশাগ্রস্ত মুখাবয়বগুলো। মরচে পড়া জীবনে দেবে মহিমা। করবে প্রখর উজ্জ্বল।

তবে বইটিতে আলোচনার প্রয়োজনে ধর্ম,গোষ্ঠী ও দল-মত নির্বিভেদে ভিন্ন কয়েকজন সফল ব্যক্তিদের আলোচনাও উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে পাঠকের কাছে অনুরোধ থাকবে- শুধু তাঁদের ভাল দিকগুলোই গ্রহণ করবেন।

বই প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে স্মরণ করতে চাই কয়েকজন মানুষকে। মাহদি রিয়াদ ভাই- যিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে বইটির প্রাথমিক পরিমার্জন করে দিয়েছিলেন। তাওহিদ ভাই- বইয়ের পেছনে তাঁর উৎসাহ-অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করছি। এবং বই প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন বোরহান আশরাফী ভাই। আল্লাহ তাঁদেরকে এবং বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মাহমুদ তাশফীন
পান্তি, মুরাদনগর, কুমিল্লা

মানুষ জন্ম থেকেই বিজয়ী

ভাগ্য কারো হাতের রেখায় লেখা থাকে না। যার দুই হাত নেই, তারও ভাগ্য থাকে। বস্তুত সফল হওয়ার জন্য সুপারম্যান হতে হয় না। হতে হয় না বিশেষ কোনো ক্ষমতার অধিকারীও । প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর নিরন্তর প্রচেষ্টাই পারে কাউকে সফল মানুষ হিশেবে গড়ে তুলতে। কখনো ভেবে দেখেছেন? যে মানুষগুলি সবসময়ই আপনাকে নিয়ে মজলিশ করে। বিদ্রুপ করে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা অবহেলার সুরে কথা বলে। তারা তাদের জীবনে আদৌ সফল হতে পেরেছে কিনা? নাকি ব্যর্থতা ঢাকতেই তারা আপনার সফলতা দেখে হিংসায় মরে, সমালোচনায় মত্ত হয়; নানাভাবে নিরুৎসাহিত করার অপচেষ্টা করে। অন্যরা সফল হোক—পরাজিতরা সে চায় না। জীবনের খেরোপাতায় যার প্রাপ্তিটুকু কেবলই শূন্য, ব্যর্থতাই যার জীবনের পরম অর্জন এমন মানুষের কথায় আপনি কেন হাল ছেড়ে দিবেন? হেরে যাওয়ার জন্য আপনার জন্ম হয়নি। জন্মের আগেই জয়ী হয়েছেন বলেই আপনি পৃথিবীর মুখ দেখেছেন। বিশ্বাস করুন—আপনি বিজয়ী বলেই পৃথিবীতে আপনার আগমন হয়েছে।

জীববিজ্ঞানীদের মতে একজন বাবা তার দেহ হতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি শুক্রাণু স্খলিত করে। সেগুলোর মধ্য হতে মাত্র একটি শুক্রাণু, চরম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে,মায়ের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। পঞ্চাশ কোটি শুক্রাণুর সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ীর বেশে জন্মলাভকারী সে শিশুটিই হয় শুক্রাণুর বিকশিত রূপ। সুতরাং আপনি জন্মের আগেই বিজয়ীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সামান্য ব্যর্থতা কিংবা সাময়িক কষ্ট বিড়ম্বনায় হতাশ হয়ে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া আপনার সাথে মানায় না। আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ বানিয়ে। আপনার জীবনযুদ্ধ অন্যদের চেয়ে কঠিন হবে—এই স্বাভাবিক। মানুষ যত শ্রেষ্ঠ হয় ততই তাকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।

এক অবসরে নিরব নিভৃতে আপনার ক্লাসের সেরা ছাত্রের কথা ভেবে দেখবেন—সে প্রতিটি পরীক্ষাতেই ফাস্টক্লাস পায় কীভাবে? হেসে খেলে? না, হেলায় কখনোই জেতা যায় না। জিততে হলে নামতে হয় প্রতিযোগিতায়। বুকে থাকে জয়ী হওয়ার তীব্র বাসনা। হৃদয়ে লালিত হয় স্বভাবজাত বিজয়ের পরম আবেগ। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে থাকে ঢেউজাগা উচ্ছ্বাস। তবেই পদচুম্বন করে সে বিজয়, আমাদের জন্মই হয়েছে যাকে অর্জন করার লক্ষ্যে।

যদি প্রশ্ন করা হয় জীবনে কে কে ব্যর্থ হতে চায়? চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়,সবার উত্তরই হবে 'না'। কারণ 'ব্যর্থ হওয়া' মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। জন্ম থেকেই প্রতিটি মানুষ সফল হতে চায়। জন্মের আগেই প্রতিটি মানবসন্তান প্রতিযোগিতায় নামে। সফলতা দিয়েই শুরু হয় তাদের জীবনের প্রথম যাত্রা। কিন্তু যে সফলতার জন্য মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ,সে সফলতা সহজেই ধরা দেয় না। সফল হতে লাগে অদম্য ইচ্ছে, স্বপ্ন, সাধনা ও পরিকল্পনা। জলাঞ্জলি দিতে হয় বহু শখ আহ্লাদ। কঠোর অধ্যবসায়ে পরিচালনা করতে হয় জীবনের দীর্ঘ সফর।

জীবনে সফল হতে হলে আপনার সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে অদম্য ইচ্ছা। কারণ ইচ্ছাহীন জীবন অর্থহীন। ইচ্ছাশক্তি মানুষের মনোবলকে দৃঢ় করে। কাজে সাফল্যের ইন্ধন যোগায়। ইচ্ছাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অধ্যবসায়ে মনোযোগী হয়,কাজে একাগ্রতা পায়। পৃথিবীতে যারা কর্মী, গুণী, জ্ঞানী বলে পরিচিত হয়েছেন তারা সকলেই অদম্য ইচ্ছার অধিকারী ছিলেন বলেই তাদেরকে আমরা সফল মানুষ হিশেবে স্বীকৃতি দেই। তাদের জীবন থেকে সফল হওয়ার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাই।

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে,

Where there's a will, there's a way —ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

এ প্রবাদবাক্যটি সবার মুখে মুখেই শুধু আছে। কাজে পরিণত হয়নি। ইচ্ছেশক্তিকে জাগ্রত করা, সে অনুযায়ী সামনে এগিয়ে চলা, তারপর সফলভাবে জীবন গঠন প্রক্রিয়া খুব একটা দেখা যায় না।

সবাই নিজেদের ইচ্ছেশক্তিটাকে ঘুম পাড়িয়েই রাখে। মনে মনে হীনম্মন্যতা পুষে। না পারার ভয়কে জাগ্রত করে রাখে। অথচ নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে যদি জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে যেকোনো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

হাদিসে এসেছে—

> মানুষের সফলতা আর ব্যর্থতা সবই নির্ভর করে তার নিয়ত তথা ইচ্ছাশক্তির উপর। [বুখারি]

জীবনযুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয়ের পেছনে ইচ্ছার বড় ভূমিকা আছে। সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করা।

মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকা এ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেই উন্মুক্ত হবে অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার।

অদম্য এ শক্তিকে যদি সত্যিকারার্থে জাগ্রত করা যায়, তাহলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে হলেও বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। অদম্য, অজেয় ইচ্ছাশক্তি যার রয়েছে সফল হওয়ার সম্ভাবনা তারই সবচেয়ে বেশি।

কেউ কেউ বলে থাকেন, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই যেহেতু সবকিছু হয়ে থাকে তাহলে ব্যর্থতার পেছনে ব্যক্তি-ইচ্ছা-অনিচ্ছার দায় কোথায়?

এখানে সবচেয়ে বড় যে ভুলটা সাধারণত হয়, তা হলো—আল্লাহর ইচ্ছাকে মানুষের ইচ্ছার মত করে বিবেচনা করা।

বস্তুত আল্লাহর ইচ্ছাই হলো আমাদের জন্য মূল শক্তি, যে শক্তির বলে আমরা কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পারি। আর আমরা তখনই কেবল কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পারি যখন 'আল্লাহর ইচ্ছা' আমাদেরকে তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

ছোট্ট একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে—

পাওয়ার স্টেশন থেকে সবখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। জনগণ সে বিদ্যুৎ নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য জনগণ পাওয়ার স্টেশনের ইচ্ছার অধীন। কিন্তু বিদ্যুৎ কোন খাতে ব্যবহার করবে, সেটা জনগণের ইচ্ছাধীন। বিদ্যুতের সঠিক কিংবা অপব্যবহারের দায় জনগণের।

তেমনি আল্লাহ সবাইকেই ইচ্ছার যোগ্যতা দেন। ভাল মন্দ বাছবিচারের স্বাধীনতা দেন। সফলতা ব্যর্থতার পথ পরিক্রমা বুঝার তাওফিক দেন। ইচ্ছাটাকে অদম্য ইচ্ছা তথা স্বপ্নে পরিণত করার,দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাসনায় রূপ দেওয়ার মানসিকতা দেন। যারা এ ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারে তারা সফল হন। প্রতিটি সফল মানুষই তাদের ইচ্ছাকে স্বপ্নে পরিণত করেছেন বলেই সফলতা তাদের পদচুম্বন করেছে। কারণ অদম্য ইচ্ছা পোষণকারী মানুষগুলো সাধনায় ব্রতী হয়। আর চেষ্টা সাধনাকারী মানুষগুলোর স্বপ্ন আল্লাহ অপূর্ণ রাখেন না।

স্বপ্ন সাধনার সন্ধি

স্বপ্ন দুই প্রকার। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন। জেগে দেখা স্বপ্ন। আমি যে স্বপ্নের কথা বলছি সেটা ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন নয়। বরং জেগে জেগে মনের রঙতুলিতে যে স্বপ্ন আঁকা হয়—সে স্বপ্নের কথা বলছি।

কারণ এ স্বপ্ন ঘুমে দেখা স্বপ্নের মত রঙিন ফানুস নয় যে,কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে যাবে। এ স্বপ্ন হৃদয়ে জপা স্বপ্ন। মনের গভীর থেকে উঠে আসা আকুলতা। যা অর্জন না করা পর্যন্ত মনে শান্তি আসে না। আর এটিই হচ্ছে আসল স্বপ্ন।

টিই লরেন্স বলেন—

> স্বপ্ন সবাই দেখে। যারা রাতে ঘুমের অবসরে স্বপ্ন দেখে, সকালে উঠে সেই স্বপ্নকে তাদের কাছে মূল্যহীন মনে হয়। কিন্তু দিনে যারা স্বপ্ন দেখে তাদের থেকে সাবধান; তারা খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে, এবং সেগুলোকে বাস্তব করার ক্ষমতা রাখে।

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম বলেছিলেন—

> ঘুমের মাঝে দেখা স্বপ্ন আসল স্বপ্ন নয়; বরং সেটাই স্বপ্ন যেটা মানুষকে ঘুমুতে দেয় না।

স্বপ্নের আরেক নাম আশা। সবার জীবনেই আশা থাকে। প্রিয় নবিজি হজরত মুহাম্মদ স. বলেন—

> মুমিনের জীবন হচ্ছে আশা নিরাশার দোলায় দোলায়িত।

স্বপ্ন আর আশা হাত ধরাধরি করে হাঁটে। এ স্বপ্ন ও আশা মানুষকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। স্বপ্নকে সত্য করার মাঝেই জীবনের সফলতা।

স্বপ্ন দেখতে বাধা পরিক্রমা নেই। স্বাপ্নিক হতে নেই লেশমাত্র মানা। আবার মানুষ যেহেতু তার স্বপ্নের সমান বড়, তাই স্বপ্নের পরিধিও সুবিশাল-সুবিস্তৃত। বড় বড় স্বপ্ন দেখতে কোনও মানা নেই।

তবে স্বপ্নপূরণে হতে হবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। আগে পিছে কে কী বলল,সেদিকে তাকানো যাবে না। এগিয়ে যেতে হবে দুর্বার গতিতে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে। কিছু ছোট মনের মানুষ হয়ত আপনার পিছু নেবে। অনর্থ দোষচর্চায় মেতে উঠবে। তাদের অস্তিত্ব ভুলে যেতে হবে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে।

অন্যের উন্নতি অগ্রগতিতে কিছু মানুষের বিদ্বেষী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। স্বপ্নপূরণের পথে আপনার দুর্বার এগিয়ে চলাতেই তাদের যতো ক্রোধ। তারা চায় আপনি নির্বোধ, অথর্ব, তুচ্ছ, নগণ্য, মূল্যহীন হয়ে থাকেন। চাইলেও আপনি তাদের বিষদৃষ্টি এড়াতে পারবেন না। জীবনযুদ্ধে সবার সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব। তাই কিছু মানুষের অসহযোগিতা,নিন্দাচেষ্টা ও অপমানের মুখে ধৈর্যশীল হতে হবে। তাদের কথায় আহত, বিব্রত, কিংবা রাগান্বিত হলে আপনারই ক্ষতি। আর তারা এটাই চায় যে, আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

জীবনযুদ্ধে সব বাধা পেরিয়ে নিজেকে সফল মানুষে পরিণত করে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর প্রচেষ্টা মানুষকে সফলতার চূড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম। কারো হিংসা কিংবা নিন্দা শক্তিশালী মনের অধিকারী মানুষের সফলতার পথে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

মার্ক টোয়েন বলেন—

> যারা তোমার বড় স্বপ্নকে নিরুৎসাহিত করে, তাদের থেকে দূরে থাকো। ছোট মানসিকতার মানুষরাই বড় স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। যারা আসলেই বড় মনের মানুষ, তারা সবসময়ই তোমাকে উৎসাহ দেবে।

স্বপ্নের কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি, নির্ধারিত সীমা পরিসীমা নেই। স্বপ্নহীন জীবন বিরান মরুভূমি। স্বপ্নহীন মানুষ রক্ত মাংসের আড়ালে একটা মৃত লাশ।

তাই স্বপ্ন দেখতে হবে। মনে স্বপ্ন আঁকতে হবে। হৃদয়ে স্বপ্ন লালন করতে হবে। কারণ স্বপ্নটা চিন্তায় পরিণত হয়। আর চিন্তা মানুষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করে।

যারা বড় হয়েছেন,তারা সবাই স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন লালন করেছেন। স্বপ্নের ডালপালা বাড়তে দিয়েছেন। একসময় তাদের কিশোর মনে আঁকা ‹স্বপ্ন› যুগ পাল্টে দিয়েছে। বিপ্লব ঘটিয়েছে।

অদম্য ইচ্ছা আর হার না মানা প্রত্যয় বুকে লালন করেই মানুষ শূন্য থেকে আকাশ সমান সফলতার দেখা পায়। যারা শুরুতেই হাল ছেড়ে দেয়,সফলতা তাদের নাগালে কখনোই ধরা দেয় না।

একজন সাধারণ মানুষ হয়েও নিজের প্রতিভা আর প্রচেষ্টার ফলে বুকে পুষে রাখা স্বপ্ন পূরণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পার! ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সেসব বীর মানবদের জীবনগল্প রয়েছে। যাদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁরা স্বপ্নপূরণের পথে হাঁটতে গিয়ে যতবারই ব্যর্থ হয়েছেন। সেই ব্যর্থতাকেই নিজের শক্তিতে বদলেছেন অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর হার না মানা প্রত্যয়ে। সময়ের বিবর্তনে সফলতা তাদের পায়ে চুমু খেতে বাধ্য হয়েছে।

একজন স্বপ্নবাজ মনীষী ছিলেন **আল্লামা কাসেম নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।**

১৮৫৭ সালের কথা। ইতোমধ্যেই সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। বাহাদুর শাহ জাফর গ্রেফতার হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছেন । ইংরেজ কর্তৃক পুরো ভারত দখলের আনুষ্ঠানিকতাও শেষ। মুসলিম সম্রাটদের মুকুট ও সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তাদের ক্ষমতা ইতোমধ্যেই বেশ পাকাপোক্ত। মুসলিম আমিরদের ভূসম্পত্তিও তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি। নদীবন্দরগুলোতে তাঁদের অন্যায় আধিপত্য। সর্বোপরি মুসলমানদের সম্পদ ও পদবি কেড়ে নিয়েছিল দখলদার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। তাদের নির্যাতনের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতি পাঁচ মিনিটে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হত। কোনো মুসলমানের আঙুল আহত অবস্থায় দেখলে বলত, তুমি বোধহয় কোনো ইংরেজকে মেরেছো। তাই তাকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হত। এ পরিস্থিতি দেখে মুসলিম ধর্মগুরুগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ক্ষমতা হাতছাড়া হলেও নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি,ধর্মীয় পরম্পরা রক্ষায় উপায়ন্তর খুঁজে ফিরছিলেন তাঁরা।

সেসময় ভারতের অখ্যাত দেওবন্দ গ্রামে স্বপ্নের জাল বোনেন মাওলানা কাসেম নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ছাত্তা মসজিদের পাশে ডালিম গাছের নিচে স্বপ্নের বীজ ছিটিয়ে দেন তিনি। ১৮৬৬ সালের ৩০ মে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম দেওবন্দ। পরবর্তীতে দখলদার ইংরেজ বিতাড়নে বড় ভূমিকা রেখেছিল স্বপ্নবীজ থেকে মহীরুহে পরিণত হওয়া এ দেওবন্দ মাদরাসা। যে মহীরুহের শাখাপ্রশাখা আজো বিশ্বজুড়ে মুসলিম জাতির ঈমান আকিদা সংরক্ষণে গুরুত্ববহ ভূমিকা রেখে আসছে।

আল্লামা কাসেম নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি হৃদয়জপা স্বপ্ন,এবং স্বপ্ন

পূরণের পথে নিরন্তর হেঁটে চলা, লাখো কোটি মুসলমানের কল্যাণ বয়ে এনেছিল। বর্তমানেও প্রকৃত মুসলমানদের হৃদয়াসনে আস্থার জায়গা গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে এ মাদরাসাগুলো। শুধু মুসলমান নয়; পুরো ভারতের স্বাধীনতাকামী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান,জৈনসহ অন্য সব ধর্মের মানুষের সর্বজনীন স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ। যন্ত্রণাক্লিষ্ট কারাবরণ ও জীবন-মরণ লড়াই করে জীবন দিয়েছিল এ দেওবন্দের সূর্য সন্তানেরা।

আল্লামা কাসেম নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তাঁর জীবনী লেখকগণ একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন,

এ মহান মনীষী মাত্র একমাসে পুরো কোরআন হেফজ করে তাঁর অতুলনীয় মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় এমন মেধাবিস্ময়ের প্রমাণ দেখাতে পেরেছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি। যারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। অনন্য মেধা আর সফলতা তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারেনি। ইসলামের পথেই তাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বর্ণখচিত ইতিহাসের পাতায় তাঁরা চির অমর হয়ে থাকবেন যুগের পর যুগ। আপনাকে বিজয়ী হতে সবসময়ই অনেক বেশি মেধাবী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অদম্য ইচ্ছা আর প্রচেষ্টাই আপনাকে সফল মানুষে পরিণত করবে।

তবে মেধা বিস্ময়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যার নাম আনতেই হবে,

তিনি হলেন,জ্ঞানের সাগর, ‹চলন্ত লাইব্রেরি› খ্যাত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বিস্ময়কর মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, তিনি যখন কোনো কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিতেন, অনেক বছর পর এ কিতাব থেকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওই কিতাবের মূলপাঠ, ব্যখ্যা উদ্ধৃতিসহ বলে দিতে পারতেন।

এমনকি এক কিতাবের পাঁচ দশটি টীকা টিপ্পনী থাকলে সেগুলোও তাঁর মনে থাকত। উদ্ধৃতিসহ কিতাব পড়লে সেগুলোর খণ্ড,পৃষ্ঠা নম্বরসহ মুখস্থ থাকত।

তিনি নিজেই বলছেন—

আমি যখন কোনো কিতাব নামকাওয়াস্তে পড়ে যাই,মুখস্থ রাখার ইচ্ছা না থাকে,তবুও পনেরো বছর পর্যন্ত মনে থাকে।

এছাড়াও ইতিহাসে অতুলনীয় মেধাবিস্ময়ের প্রমাণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন আরো কয়েকজন।

জানা যায়,

জুলিয়াস সিজার ও আলেকজাণ্ডারের ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল, সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর দশ হাজার সৈন্য ছিল। অকল্পনীয় হলেও সত্য যে, তাঁরা একে একে তাদের প্রত্যেক সৈন্যের নাম জানতেন।

এই যে প্রচণ্ড মেধাবি সফল মানুষ—তারাও ছিলেন আপন ভুবনে একজন স্বাপ্নিক। এই স্বপ্নচারীগণ নিভৃতে রচনা করেছেন তাদের সোনালি জগত। এত মেধা থাকা সত্ত্বেও সাধনায় ব্রত ছিলেন নিরন্তর। আজ তাঁরা খচিত তারকার মত প্রতিভাত হয়ে আছেন মানুষের মনের আকাশে।

স্বপ্ন নিয়ে ট্রম ব্রাডলি বেশ বলেছেন—

> আপনি নিজে না চাইলে আপনাকে কেউ আপনার স্বপ্নের পথ থেকে সরাতে পারবে না।

এর কারণ হচ্ছে, একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় হিরো কিংবা ভিলেন একমাত্র সেই। যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেও হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভিলেন হয়ে থাকে সে নিজেই। যারা প্রকৃত হিরো, তারা স্বপ্ন পূরণ করেই তবে নিঃশ্বাস নেন। এজন্যই সফল মানুষদেরকে সবাই হিরো হিশেবেই চেনে। ব্যর্থজন নিজেকে তার জীবনের খলনায়ক ভেবে পাল্টে ফেলে জীবনের গতিপথ। শ্লথ হয়ে যায় তার জীবনযাত্রা। হতাশার সমুদ্রে দিকহারা হয়ে ঘুরে উদ্ভ্রান্ত। নিঃস্বপ্ন জীবনের জন্যেই তার এই অলিখিত পাওয়া।

তবে স্বপ্ন বুনলেই তা বাস্তব হয়ে যাবে—সে কথা বলছি না। স্বপ্নপূরণে বাধা আসে। অবহেলা- উপেক্ষার নীল কষ্ট জাপটে ধরে। কিন্তু স্বপ্নবাজরা ঠিকই উতরে যান সব বাধা বিপত্তি। স্বপ্নপূরণ করেই তারা থামেন।

স্বপ্নবাজরা স্বপ্নপূরণে দারিদ্র্য,বাধা,অবহেলা উপেক্ষা,উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার ধার ধারে না। সর্বপ্রকার পিছুটান জয় করে তাঁরা এগিয়ে যায়। আমরা তাদেরকেই বিজয়ী পূর্বসূরি হিশেবে জানি। যাদেরকে আমরা চোখে দেখি না। তাদের জীবনযুদ্ধে বিজয়ের গল্পেই আমরা তাদের খুঁজে ফিরি। অথচ প্রদীপের আলোর নিচে সবসময়ই অন্ধকার থাকে। সেই অন্ধকার দূর করেই কিছু অপ্রতিরোধ্য মনীষী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে

যান নিজেদের জীবদ্দশায়। অন্ধকারগুলো থেকে যায় আলোচনার বাইরে। ছিদ্র অনুসন্ধানকারীরা কখনোই আলোর মুখ দেখতে পায় না—এই পরম বাস্তবতা।

আমাদের এই যুগেও এমন একজন মনীষী রয়েছেন। যিনি বারবার ব্যর্থ হয়েও হাল ছেড়ে দেননি। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন জীবন্ত কিংবদন্তি। যার অবদান ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রতিটি পরতে। সামান্য উপেক্ষায় তিনি লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়াননি। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা পূরণ হওয়ার আগে কোনো কিছুই ভাবনাতে স্থান দেননি। আজ তাঁর নামের পাশে সফলতার সবুজ বাতি মুক্তাদানার মত চকচক করছে। বলছিলাম স্বপ্নের ফেরিওয়ালা মাওলানা **আবু তাহের মেসবাহ হাফিজাহুল্লাহ**'র কথা। যিনি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখান। স্বপ্নের পথে হাঁটতে শেখান। তিনি বিশিষ্ট বাংলা ও আরবি সাহিত্যিক। কওমি আঙিনার শত সহস্র তরুণের বাংলাসাহিত্যের হাতেখড়ি তাঁর হাত ধরেই, তার দরদি পরিচর্যায়। স্বপ্নচারী এ মানুষটি আরবি ভাষার ওপর তাঁর অনবদ্য কিতাব এসো আরবি শিখির পাণ্ডুলিপি নিয়ে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেক প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে। অনেক সময়, মেধা ও পরিকল্পনা নিয়ে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছেন।, শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন হাদিসের ভাষা আরবির ভিত তৈরি করে দেয়া ছিল তাঁর স্বপ্ন। অবশেষে এক প্রকাশনী কিতাবটি প্রকাশ করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। অসাধারণ এ কিতাবটি কওমি মাদরাসার সিলেবাসেও স্থান করে নেয়। এভাবেই পূরণ হয় তাঁর বহু বছরের লালিত স্বপ্ন।

একটি জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমার শৈশব তথা লেখাপড়ার জীবনটা ছিল খুবই হতাশাজনক। কিছুই বুঝতাম না। প্রথম পড়া যেটা মনে পড়ে মিজান (কিতাব) থেকে ‹বেঁদা আসআদাকাল্লাহ› বলল- আমি হতাশ হয়ে গেলাম। আমি কিছুই বুঝি না। ‹বাকুরাতুল আদব› কিতাব যখন পড়ি তখনকার অসহায় অবস্থাটা আমার খুব মনে পড়ে। রীতিমতো ফেল করতাম। আর ভাবতাম এ কিতাবটা যখন না থাকবে তখন হয়তো আমি পাশ করতে পারব। কিন্তু এরপর দেখলাম আরও মারাত্মক কিতাব আসছে। একবার মিজানের পরীক্ষার আগে হঠাৎ করেই আমার মানসিক রোগ হয়ে গেল। ভয়ে চিন্তায় আমার বেঁকে গেল যে, পরীক্ষায় কী হবে আমার! আমাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। মোটকথা আমি যে লেখাপড়া শেষ করতে পারব সে ধারণাই আমার ছিল না। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলছি, মিজান ও বাকুরাতুল আদব এ দুটি আরবি শেখার প্রাইমারি পর্যায়ের কিতাব। বর্তমান বাংলাদেশের আরবি সাহিত্যের বরপুত্র যাকে বলা চলে- সে আবু তাহের মেসবাহ সাহেবের আরবি শেখার প্রথম দৃশ্যপট ছিল এমন। যদি তিনি হতাশাকে

জিইয়ে রাখতেন। আশা ছেড়ে দিয়ে গাফিলতিতে ডুবে- যেতেন তাহলে কি আমরা এ প্রতিভাবান আরবি সাহিত্যিককে পেতাম?

স্বপ্নপূরণের পথে তিনি প্রাথমিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু দমে যাননি। স্বপ্নজয়ের পথকে হতাশা নিরাশা দ্বারা আঁধারে আচ্ছন্ন করেননি। স্বপ্নের পথে নতুন ছক এঁকেছেন। এভাবেই নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়।

স্বপ্নের পথে পথে বাধা আসতে পারে। স্বপ্নপূরণের পথটা হয়ত অনেক সংগ্রামমুখর হবে। দুঃখ দুরাশার জালে আটকা থাকবে। তাই বলে কী আপনি হোঁচট খাবেন? হতাশার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া তো কীর্তিমানদের কাজ নয়। কালজয়ী কীর্তিমানরা নিজেদের হারিয়ে যেতে দেননি। স্বপ্নপূরণে কারো সাথে আপস করেননি। সফল মানুষ হিশাবে তারা সবসময়ই আমাদের সম্মান আর ভক্তি আদায় করে নেন নিজেদের চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফসলস্বরূপ। অন্যায়ের সাথে আপস করে বেঁচে থাকা কাপুরুষোচিত কাজ। আর ইতিহাস কাপুরুষের প্রতি সম্মান দেখায় না। বরং তাদের নাম লেখা থাকে ইতিহাসের কালোপাতায়।

স্বপ্নবাজ মানুষ তার স্বপ্নের চূড়ায় যেতে হলে আরেকটি বিষয় লাগে—সৎসাহস ও নির্ভীক মানসিকতা। এটা এক শক্তি যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে শক্তিশালী করে থাকে,আর সে সৎসাহসের বলে বলীয়ান হয়ে শক্তিহীন একজন মানুষও পারে অন্যায়কারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে!

এমন অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদেরই পূর্বসূরি মহামনীষীগণ। তাদের জীবনে যুদ্ধজয়ের গল্পই আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার রসদ হিশাবে কাজ করে। সেই অদম্য বিজয়ীরা জীবনের দুঃখ কষ্টকেই বানিয়েছেন বিজয়ী হওয়ার সোপান। সদর্পে চলেছেন লক্ষ্যপানে। ইতিহাসে হয়ে গেছেন অমর।

এমনই এক মহান মনীষী **শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।** যিনি ভোগবিলাসকে উপেক্ষা করে সারাজীবন দুঃখকষ্টে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করতে কারো পরোয়া করেননি। দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মাসের পর মাস নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন। কিন্তু দুর্দিন ও দুর্যোগ তাঁর স্বপ্নপূরণের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। একসময় ঠিকই ইংরেজ দখলদাররা উপমহাদেশ ছেড়ে পলায়নপর হতে বাধ্য হয়েছে। আর এভাবেই পূর্ণ হয়েছিল তাঁর কিশোর মনের লালিত ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন।

তিনি ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ দরবেশ মানুষ। তার জীবনীগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়,

হজরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত (ধর্ম) বিভাগের জন্য পাঁচশো টাকা বেতনে ডেকেছিল; কিন্তু তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন। মিশর সরকার জামিয়া আজহারের মুহাদ্দিস পদে একহাজার টাকা বেতনের পাশাপাশি বাড়ি গাড়ি এবং বছরে একবার হিন্দুস্তানে যাওয়া আসার খরচ বহনের প্রস্তাব করেছিল; কিন্তু মাওলানা মাদানি ইংরেজ বিতাড়নের আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বিসর্জন দেননি । তিনি সেখানে যেতে পরিষ্কার না করে দিয়েছিলেন। স্বদেশে থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন নিরন্তর।

তিনি নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু কষ্ট তাঁর পিছু ছাড়েনি। ভারতে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর মুক্তির আনন্দে আনন্দিত হওয়ার মত, তাঁর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। ছেলে আলতাফ, আশফাক, আদরের দুলালি জাহরা, আব্বা-আম্মা ও স্ত্রী সবাই দুনিয়া ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন ইতোমধ্যেই। সবকিছুই ঘটেছিল তাঁর বন্দিজীবনের মাত্র তিনবছর সাতমাস সময়ে। যুবক হোসাইন আহমদ মাদানি ভেঙে পড়ার কথা! কিন্তু ভবিষ্যত শাইখুল ইসলামের কী ভেঙ্গে পড়লে চলে! তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি দমে যাননি। শোককে শক্তিতে পরিণত করে নিজের স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন দুর্বার গতিতে। তাই আজো তাঁর ইলমি ইসলাহি অবদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশ্বময়।

হজরত মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী অনুসন্ধানে আমরা বুঝতে পারি, সফলতা পেতে স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম দরকার।

পৃথিবীতে কেউই সাফল্যের চামচ মুখে নিয়ে জন্মলাভ করে না। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সবকিছু অর্জন করতে হয়।

প্রবাদ আছে, *পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি*। পরিশ্রমের দ্বারা ভাগ্যের এমন পরিবর্তন করা সম্ভব, যা অলস মানুষের কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়। যে কোনো ক্ষেত্রে সফলতার প্রথম শর্ত হল প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম।

অলৌকিক মনে হলেও সত্য যে, হাফেজ আবুল কাসেম সোলায়মান বিন আহমদ তাবারানি যিনি *মাআজেমে সালাসা* নামক কিতাবের লেখক। হাদিস অন্বেষণে ৩৩ বছর ভ্রমণ করেছেন। এক হাজার আলেম থেকে জ্ঞান শিখেছেন।

আবু হাতেম রাজি নিজেই বর্ণনা করেছেন,তিনি হাদিসের অন্বেষণে নয় হাজার মাইল পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছেন।

ইবনে মুকরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *ইবনে ফোজালা* পুস্তিকার জন্য ৮৪০ মাইল ভ্রমণ করেছেন।

হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ ইস্পাহানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিস অন্বেষণে ১২০ টি স্থানে ভ্রমণ করেছেন।

বিশিষ্ট ভাষাসাহিত্যিক সালাব রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে টানা পঞ্চাশ বছর ইবরাহিম হালবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি র প্রতিটা সাহিত্যের ক্লাসে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

আমাদের চারপাশে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি দেখতে পাই। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সফল ব্যক্তির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যুগে যুগে, কালে কালে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। এবং আধুনিক এ বিশ্বে যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে, সবই পরিশ্রমের ফসল।

টমাস আলভা এডিসন যথার্থই বলেছেন—

> প্রতিভা এক ভাগ বাকি নিরানব্বই ভাগই পরিশ্রম ও সাধনা।

এডিসন নিজেই বাল্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে কমবেশি দশহাজার বার ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। অবশেষে ২ অক্টোবর ১৮৭৯ সালে তিনি প্রথম বাল্বটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

একটি কথা লক্ষণীয়, মানুষ কোনো কাজে প্রথমবারেই সফল নাও হতে পারে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম বা নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলেই ধরা দেয় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তাতে হতাশ না হয়ে সেই কাজে কঠোর মনোনিবেশ করলে সফল হওয়া অবশ্যই সম্ভব।

কিছু মানুষ শুধু প্রতিভা ও ভাগ্য দ্বারা অসাধ্য সাধন করতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে যারা কীর্তিমান, তারা প্রতিভার চেয়ে কঠোর পরিশ্রমকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

> আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ সে নিজের ভাগ্য নিজের কর্মের দ্বারা পরিবর্তন না করে।